

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্য: প্রতিপত্র ১০ টাকা ডাকমাণ্ডল ১০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ৩০০ টাকা ডাকমাণ্ডল ৩০০ টাকা। অর্ধবার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা ডাকমাণ্ডল ১৫০ টাকা।

কলিকাতা: ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ৫১ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞানময় উপকরণিকা মূল্য ১
 ইহাতে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষিক ভূগোল প্রভৃতি
 বিষয়াদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুলভ মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে।
 বীজাঙ্কিত [অঙ্ক পুস্তক] ১০
 আর্থাচারিত প্রথমভাগ ১০
 ইহাতে বাণিজ্যিক, বাণ্য কালিদাস, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রাচারিত প্রথমভাগ প্রভৃতি বিষয়াদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুলভ মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে।
 শিল্পবিজ্ঞান প্রথমভাগ অর্থাৎ সংস্কৃত পদার্থবিদ্যা ১০।
 কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিংলাইন হট্রেরিক ও কলকাতার গৌরীকন্দ সড়ক বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
 জীবীরেশ্বর পাণ্ডে।

মূল্য ১০।
 কলিকাতা
 ১৯১৩

শ্রীমতী শ্রীমতী
 প্রদেয়

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।
 শ্রীচক্রকিশোরসেনকবিরাজের
আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিংপুর রোড কোলকাতা।
 উপমোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ বা-
 সনা মতের সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম
 ঔষধ, তৈল, সূত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে স-
 র্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং জটিল উ-
 পস্থিত ঔষধসকল সর্বদা তথ্য উপস্থিত থাকিয়া
 ব্যবহার করিতে পারা যায়।
 বহুভূজ পী
 ইহা নিরম পুষ্ক
 অমৃত এবং দৌর্গলা
 মস্তিষ্কের হীনবল প্রভৃ
 পাকার যত্নাধিকা ও ম
 হোগা হয়।
 এক মাসের ব্যবহারে
 মূল্য ১ টাকা
 তৈল ১ টাকা
 প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ১ টাকা
 কুস্তল বুনা তৈল।
 ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর
 কেশ অকারণ পকতা প্রাপ্ত না হইয়া বিস্মিত
 রূপ রক্ষিত ও শোভামুক্ত হয় এবং মস্তক ঘন
 প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তক মৃদুতর ও

চক্ষুজেরোগ হইয়াছে। ইহা প্রতি মনোহর গুরুযুক্ত।
 মূল্য ১ টাকা ডাকমাণ্ডল ১০ টাকা।
 সুশোধিত চূর্ণ।
 ইহা যথেষ্ট রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
 রোগাণোনা, দস্তমূল দুঃ, মুখের
 এবং দস্ত উত্তম শুভ বণ হয়।
 মূল্য ১০ টাকা ডাকমাণ্ডল ১০ টাকা।
 সুধাংশুদ্রব।
 ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিরূত চিহ্ন (অর্থাৎ
 মেচো) ও ব্রহ্ম নিশ্চয় আরোগ্য হয়। অল্প ভুক
 কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখের সমধিক বর্ধিত
 ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, বামা-
 চি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সঙ্গুরুযুক্ত।
 মূল্য ১ টাকা ডাকমাণ্ডল ১০ টাকা।
 শ্রীমোহনলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্তব্যাক।

READY FOR SALE
HELPS
 To
ENGLISH COMPOSITION
 THIRD EDITION THOROUGHLY REVISED
 AND ENLARGED
 Price 12 As.
 BY THE SAME AUTHOR
 ELEMENTARY LESSONS
 ON
ENGLISH COMPOSITION
 PREPARED ON DR. ARNOLD'S PLAN
 FOR THE JUNIOR CLASSES OF SCHOOLS
 Price 6 As. J. C. BANERJEE
 55 COLLEGE STREET, GANNING LIBRARY

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।
 সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের
 গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। জ্বগলী ও বর্দ্ধমান
 প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা
 বহুল রূপে ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা
 যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া
 বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে
 তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা
 মায় ডাকমাণ্ডল।
 অর্শরোগের মহৌষধ।
 বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে
 যে ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অর্শ এক কালে আ-
 রোগ্য হয়। মূল্য ১১০ টাকা মায় ডাক মাণ্ডল
 টাকরোগের মহৌষধ।
 অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আ-
 রোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে
 সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১১০ টাকা
 মায় ডাকমাণ্ডল।
 উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ স্ক্রিট
 ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাট্টার
 নিকট পাওয়া যাইবে।
 বঙ্গ যবন।
 মূল্য ১/৮ পাঁচ আনা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

শ্রীমতী শ্রীমতী চাট্টোমোহর হরিপুর সার্কারী পুস্তকা
 লয়ে শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিখ্যাতের নিকট অথবা
 অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশঙ্কর
 রায় মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।
 শ্রী শ্রীনাথ চৌধুরী।
B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM
 বাধক বেদনার মহৌষধ
 আয় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎ-
 পত্তির ব্যাধাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের
 নিয়ম ডাক্তার জুবন মোহন সরকারের নিকট কলি-
 কাতা চোরবাগান মুক্তারাম বারুর স্ক্রিট ৭১ নং ভবনে
 পাওয়া যায়। মূল্য ৩০।
 অমৃতনাথ নাটক।
 শ্রীমতী শ্রীমতী রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা
 ডাকমাণ্ডল ১০ আনা। কলিকাতা ক্যানিংলাইন প্রেস
 ও পটলডাকার মকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা-শে)

নাম	মূল্য	মাণ্ডল
হরিশ্চন্দ্র নাটক	১	১০
মনোমোহন বনুভূত নাগাশ্রমের অভিনয়	১০	১০
কৈডেলকৃত প্রহসন	১০	১০

প্রথমোক্ত পুস্তক বহুবারে পঠিত অভিনীত
 হইবে। অনাকর্ষক ইহার অভিনয় এতদূর অল্প
 মতি সাপক্ষ। এবং এই দুই পুস্তক গিমুলিয়া ৩০ নং
 করনওয়ালিস স্ক্রিট মধ্যস্থ মন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত
 যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।
 প্রবন্ধাবলী।
 লর্ড বেফনের এসেস হইতে অনুবাদিত হইয়া
 বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা, ভবানীপুর
 ১ নং পিপুল পটী লেন, সাপ্তাহিক সমাদ যন্ত্রে
 মূল্য প্রেরণ করিলে পাওয়া যাইবে।
 মূল্য ১০০ ডাক মাণ্ডল ১০।
 শ্রীমতী শ্রীমতী মাধব বসু।

বঙ্গ বিজেতা।
 সত্রাই আকবরের সাময়িক ইতি হাসিকি
 উপন্যাস। শ্রীমতী শ্রীমতী চন্দ্র প্রণীত। মূল্য ১১০ এক
 টাকা চারি আনা। কলিকাতা বহুজাজার স্ক্রিট ২৪৩
 নং ভবনে ক্যানিংলাইন যন্ত্রে শ্রীমতী শ্রীমতী চন্দ্র বসু
 নিকট পাওয়া যায়।
 শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী
 ব্রহ্ম সংহার। প্রথম খণ্ড।
 মূল্য এক টাকা ডাক মাণ্ডল ১০। ৫৫ নং কালেক
 স্ক্রিট কলিকাতা, শ্রীমতী শ্রীমতী চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 স্প্যানির নিকটে পাওয়া যাইবে।
 শরৎ-সরোজিনী।
 নাটক।
 মূল্য ১/৮ পাঁচ আনা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

হলকার ও সিদ্ধিয়ার বিস্ময়

বে জাতির বহু বৈদেশিক রাজা বাহুবলে শাসন করিতে হইলে, তাহাদের বল বীরা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আইসে। ইংলণ্ডের আর পূর্বের ন্যায় জীবিত নাই, প্রত্যন্ত কংরেজ জাতি ইউরোপে ক্রমে অশক্ত হইতেছেন। এবং তাঁহারা যত ইচ্ছা করিয়া হইতেছেন, তাঁহাদের ভারতবর্ষের প্রতি তত গাঢ় মনোভা জন্মিতেছে ও আসিয়ার বিক্রম প্রকাশের আশা তাঁহাদের তত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই নিমিত্ত আসিয়ার প্রতি তাঁহাদের পূর্ণাঙ্গীকরণ অধিক দৃষ্টি পড়িয়াছে। পূর্বে ভারতবর্ষের বহু সমুদয় কাছের প্রতি তাঁহারা লক্ষ্য করিতেন না, এখন তাহা মনোযোগ পূর্বক অন্বেষণ করিয়া, পূর্বে বাহ্য অতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিতেন এখন তাহা তাঁহাদের নিকট অতি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হয় এবং এই নিমিত্ত নর্মদা নদীর তটে হাকর ও সিদ্ধিয়ার মিলন সংবাদ শুনিয়া ইংলণ্ড পর্যন্ত কাপড় হইয়াছে। যখন সিদ্ধিয়া জম্মে পতিত হইয়া যুনা নামক কামা যুদ্ধপন্থ বলিয়া বন্দী করেন এবং মনোযোগের হস্তে তাহাকে অর্পণ করেন, তাহার কিছু দিন পরে হলকার ও সিদ্ধিয়ার বন্দী নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয় এবং পরস্পরে নীচ কালীর মন্ত্রতা বিস্মৃত হইয়া চিরমিত্রতা পাশে আনন্দ হন। হলকার ও সিদ্ধিয়া প্রতিবাসী, উভয়েই মহারাষ্ট্রীয়, ও সম্মত পন্থ, উভয়েরই আশা ছিল বাহুবলে প্রবল হইবেন এবং এই নিমিত্ত হাকর ও গৌরালিয়ার রাজ সিংহাসনে যখন বাহারা উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর মিত্র রূপে মিলিত হইতে পারেন নাই, অভিমান ও উচ্চ অভিমানে তাঁহাদের চিরকাল শত্রু করিয়া রাখা। এখন উভয়েরই প্রতি বিধাতা যমান বৈমুখ হইয়াছেন, উভয়েই এক প্রভুর সেবক এবং উভয়েই এক দমপতি, তাঁহাদের আর পূর্বের আভিমান কি উচ্চ অভিমান নাই, উভয়েরই গর্ব খর্ব হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত গত ১৯ শে ডিসেম্বরে ইহার পরস্পরে নর্মদা নদী তুলে সাক্ষাৎ ও প্রেম ভাবে আলিঙ্গন করেন। হলকার বয়োজ্যেষ্ঠ, এই নিমিত্ত সিদ্ধিয়া তাঁহার রাজ্যে কিছু দিন আতিথ্য স্বীকার করেন, কিন্তু পাছে কাছার মনে কোন রূপে কিছু যাত্র অভিমানের কি কষ্টের উদয় না হয় এই নিমিত্ত তাঁহারা বন্দবস্ত করেন যে, যে স্থানে উভয় রাজ্য সংযুক্ত হইয়াছে সে স্থানে তাঁহাদের প্রথম মিলন হইবে। গৌরালিয়ার ও ইন্দোরের মধ্যে দিয়া অর্থাৎ নর্মদা নদী প্রথম লগ্নে প্রস্থিত হইয়াছে এবং বন্দী নামক স্থানে উভয় রাজ্য সংযুক্ত হইয়াছে। বন্দবস্ত তৎ হলকার সিদ্ধিয়াকে আতিথ্য সংকার করিবার নিমিত্ত একটি মনরম্য হর্গ্য নির্মাণ করেন। একটি সংকেত ছিল। সেই সংকেত কাছার মাত্র উত্তর কুল হইতে প্রাপ্ত হইয়া তরণী অসমান হইল। হলকার ও সিদ্ধিয়া উভয়েই উত্তর কুল হইয়া মুহুরিয়ার পবিত্র বিশিষ্ট মনোভা ও আশ্রয়ার্থে নর্মদা নদী আরোহণ পূর্বক সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। নর্মদার বহু স্থলে আদিয়া উভয় তরণী সংযুক্ত হইল উভয় রাজ্য উভয়েই সম্মানার্থে গা-ত্রোশন করিলেন এবং প্রীতি ভরে আভিঙ্গন করিলেন। পুরোহিতগণ বাস্তবচন পাঠ করিলেন, যখন হইল এবং নৈমাণ্য বসন্তে বাস্তবদিগকে করিল। পরস্পরে পূর্ণকার শত্রু হইলেন এবং চির মিত্রতা পাশে আনন্দ হইলেন। বাহুর ভারতবর্ষের প্রকৃত শুভাকাঙ্খী

হওয়া কল্পনা, কিন্তু ইংরাজদিগের নামে ইহা নইয়া তুলু কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি ইং-দেশিয়া সশাসিত হইয়াছেন। সিদ্ধিয়া কেনই বা নামকে বন্দী করিলেন, আবার বন্দী করিয়াই কেনই বা চিরকাল হলকারের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলেন, গাছকারই বা কেন কেয়ার নামকে বিব পান করাইবার চেষ্টা করিলেন, ইংরাজেরা ইহার নিগূঢ় ভাষণে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং এই নিমিত্ত গণমণ্ডলকে পূর্ণাঙ্গীকরণ হইতে পরামর্শ দিতেছেন। লণ্ডন টাইমস এ মন্ত্রক লিখিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে আমরা একটি জ্ঞান লাভ করি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ বাসীদিগের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ রাখিয়া দিয়া ভারতবর্ষ আধিকার করিয়াছেন। যদি হলকার ও সিদ্ধিয়া মিলিত হইয়া প্রাতরোধ করিতেন তাহা হইলে ইংরাজদিগের আধিকার শ্রোত ভারতবর্ষে এরূপ বেগে প্রবাহিত হইত না এবং এখানে ইংরাজ জাতির এরূপ প্রাচুর্য হইত না। ইংরাজেরা, আসেই, লামোয়ার, আরগম প্রভৃতি যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে পদনত করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় জাতি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বজাতির ধ্বংসের সহায়তা করে। ভারতবর্ষীরগণ এখন ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির প্রাচুর্য হওয়ার যে একটি প্রধান কারণ ভারতবর্ষ বাসীদিগের আত্ম কলহ তাহা আমরাও যে রূপে বুঝিতে পারি, ইতিহাস পাঠে ভারতবাসীরাও সেইরূপ তাহা এখন অবগত হইতে পারে, সুতরাং হলকার ও সিদ্ধিয়ার মধ্যে যদি মিত্রতা স্থাপিত হয়, কি ভারতবর্ষবাসীরা যদি একতা হস্তে আবদ্ধ হয়, তাহাতে তাহাদের রাজ ভক্তির কিছুমাত্র অভাব উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু এরূপ একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে বাহুর উচ্চ আশার উদ্বেগ হইবে, অতএব যদিও ইংরাজেরা ভারতবর্ষীরগণের জীবনী পত্রিকাকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করেন না, তথাপি গণ-বন্দবস্ত নামক স্থানে তাহাদের আশ্রিত হইবার পূর্বে বহু মনোযোগ প্রকাশিত হয় মনোযোগের মনোযোগ পূর্বক ইচ্ছা অন্বেষণ করা উচিত।" ইংরাজেরা ভারতবর্ষ বলদ্বারা শাসন করিতে হন। বর্তমান তাহারা বলদ্বারা শাসন করিতে, তত দিন আমরা হাকরই আনুগত্যতা করি, অতঃপর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাই, তাঁহারা প্রতি পদে আমায়াকে সন্দেহ করিবেন, সুতরাং সিদ্ধিয়া ও হলকারের মিলনে যদি তাঁহারা পক্ষিত হইয়া থাকেন তবে তাহাতে তাঁহাদের দেব দেওয়া যায় না, এটি তাঁহাদের অস্বাভাবিক রাজ্য শাসনের আভাবিক ফল। যদি হাকর ও সিদ্ধিয়ার উভয় সংযুক্ত পাঠ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত হইল। টাইমস এক খানি সামান্য বঙ্গদেশে নহে। এখানে ইংরাজ জাতির মুখ পাতলা হইতে যাইবে ও কাপড় হয় তাহা ইংরাজ জাতির মনোভা ও ভাব এবং টাইমস খানি সিদ্ধিয়া-ছেন তাহাই যদি সত্য হয় তবে কি ইংরাজেরা ইগাই স্থির করিয়াছেন যে চিরকাল ভারতবর্ষ এরূপ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে? ও চিকাল আমরা ইংরাজ জাতির দাসত্ব করিব? যে ইংরাজ জাতি আপনাদিগকে মুক্তান বলিয়া অভিমান করেন, বাহারা সে দিন দাস ব্যবহার উঠাইবার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন, বাহারা জগতে ধর্ম ও নীতি জ্ঞান শিক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহাদের কি একটু বলিতে একটু কষ্ট হইল না, খুঁটখুঁটে কি তাঁহাদিগকে একটু তিরস্কার করলেনা, তাহাদের কি একটু লজ্জা বোধ হইল না যে পাছ আমরা বড় হই

হইতে দিনে না? ইংরাজ জাতি যদি এইরূপ অতিপ্রায় থাকে যে ভারতবর্ষে চিরকাল ইংলণ্ডের ভার বহন করিবেন, এ দেশের রাজা শাসন ভার চিরকাল তিন দেশীয়দিগের হস্তে নীচ রাখিবেন, আমরা চিরকাল দাসত্ব করিব, তাহা হইলে ইংরাজেরা তাঁহাদের কঠোর মনোভা আরো কঠোরতর করুন, হিন্দু জাতি বর্তমানে ভুল হইতে অস্বস্তিত হয় ততই নকল। তাহা হইলে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া হিন্দু জাতিতে নিঃশব্দ ককক, তীক্ষণ ব্যাধি সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষকে জনশূন্য ককক, কোন দৈব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষকে রসাতলে নিঃক্ষেপ ককক এবং বসুন্ধরা দাসত্ব ভার হইতে বিমুক্ত হউন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না যে টাইমসের সম্পাদক বাহা লিখিয়াছেন ইংরাজ জাতির প্রকৃত মনের ভাব তাহাই। তাহা হইলে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত এত ব্যয় করিতেন না ভারতবর্ষবাসীদিগকে ক্রমে উচ্চ পদে অভিযুক্ত করিতেন না, ক্ষমতাবান লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান, করিতেন না। তবে তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা কি তাহা বিসর্জন করেন। হিন্দু জাতি মুসলমানগণ ককক প্রাণীভিত হইয়া আপনাদিগকে ইংরাজদিগের হস্ত আত্মসমর্পণ করেন, ইংরাজ জাতি হিন্দু জাতির মঙ্গল ও উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রতিশ্রুত। যদি এমন কোন শুভ দিন উপস্থিত হয় যখন হিন্দু জাতি জগতের মধ্যে একটি স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিগণিত হন, যদি ইংরাজদিগের সুশাসনে আমরা এক দিন এরূপ অবস্থায় উত্তিত হই যে পাল্লিমেণ্টে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হুয়ে বলিতে পারি যে, "মহাপুরুষ ইংরাজ জাতি, তোমাদের প্রসাদে আমরা একটি জাতি রূপে পরিগণিত হইয়াছি, আমাদের উন্নতির নামমত তোমরা যে যত্ন করিয়াছ তাহার ঋণ আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না, তোমাদের এখন আর ভারতবর্ষের শাসন কষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা তোমাদের নিকট রাজ্য শাসন শিক্ষা বিচারিছি, আমরা তোমাদিগকে এই গুরুতর ভার হস্তে হস্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তোমরা রাজ্য পরিত্যাগ কর" তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। তখন তাঁহারা দাসত্ব আত্মকল্প বিস্মৃত হইবেন এবং ধন লিপ্সুর পরিবর্তে তাঁহারা উচ্চতর ও নির্মূল ধর্মব্রতী হারা উত্তেজিত হইবেন। তাঁহারা দেখিবেন যে জগতে তাঁহারা এমন একটি কার্ত্ত স্থাপন করিলেন, বাহা পৃথিবীর কোন জাতি কস্মিন্ কালে করেন নাই। তাঁহারা ভাবিবেন যে, যে জাতি স্বাধীনতার নিমিত্ত এত ব্যয় করিয়াছে, যে জাতি স্বাধীনতা উপভোগ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের বল দ্বারা দমন করিয়া রাখা অসম্ভব। ভারতবর্ষের এখন যত হৃদ শাসন হউক, নাস্তিকেরা হতাশ হইয়া দেশের বহু অনিষ্টই ককক, যখন বিধাতা ইংরাজদিগের নাম মুসলমান জাতির হস্তে ভারতবর্ষ স্থাপিত করিয়াছেন, যখন হিন্দু জাতি ইংরেজদের নাম একটি উচ্চ জাতির প্রথম প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন এবং কঠোর শাসনে আমরা নিমূল নী হইয়াছি, তখন নিশ্চয় ভারতবর্ষে এক দিন শুভ হৃদয়ের অভ্যুদয় হইবে। আমরা যখন ইংরাজ শাসনের প্রথম বিনাশকারী তরঙ্গাঘাতে অপ্রাণী হইয়াছি, তখন আমাদের আর উন্নয়ন নাই, একা ভারতবর্ষবাসীরা পাল্লিমেণ্টে এইরূপ প্রস্তাব করিবে এবং ইংলণ্ড ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্য

সার লিউইস পোলি বরদার রাজ্য শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। গাইকার বন্দী হইলে পোলি সাহেব গবর্ণমেন্টের ঘোষণা পত্র বরদা রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করিয়া দেন। গাইকারের বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া বরদার অনেক প্রধান ব্যক্তি রেসিডেন্টের আশ্রয় উপস্থিত হন। সার লিউইস পোলি ইহা দিগের মধ্যে বাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগের লইয়া একটি দরবার করেন এবং সকলকে গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত ঘোষণা পত্রের মর্ম বুঝাইয়া দেন। যখন পোলি সাহেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে গবর্ণমেন্টের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে বরদা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা হইবে তখন সকলই তারি হর্ষ প্রকাশ করিলেন। তিনি তাহার পর কি প্রণীতিতে বরদার রাজকার্য নিরূহা করিবেন তাহার গুটি কয়েক বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। সর্দারদিগের মধ্যে এক জন গাত্রোখান পুস্কক বলিলেন যে, গবর্ণমেন্ট বরদা সম্বন্ধে যে রূপ বন্দবস্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা যেন গাইকারের প্রতি সুবচার হয়। গাইকার দোষী কি নির্দোষী সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখন মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন না, তবে তাঁহাদের কেবল এই প্রার্থনা যে গবর্ণমেন্ট যেন অবিচার না করেন। পোলি সাহেব সর্দারদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তিনি দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহারের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহাদের প্রতি যে সমুদয় আবিচার হইয়াছে তাহার সীমাংসা করিবার নিমিত্ত সত্বর তিনি পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিবেন। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বলিলেন যে, তিনি অগবত আশঙ্কিত যে, তাহাদের উপর অনেক আবিচার হইয়াছে এবং তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন। গিনি সর্দারদিগকে বেরূপ বলিলেন তেমন বরদার মুসলমানদিগের প্রধান ব্যক্তিদিগের তৃপ্তজনক বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। কৃষি প্রজা ও জমিদারদিগকে আশ্বাস দিলেন যে ভূমির কর তিনি পুরী-পোকা কমাইয়া দিবেন। পোলি সাহেবের সঙ্গে সর্দারদিগের তাহার পর আবার সাক্ষাৎ হয়। কি প্রণীতিতে বরদার রাজকার্য নিরূহা করিবেন তাহার বিষয় বিস্তারপূর্বক সর্দারদিগের নিকট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে বরদা রাজ্যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। বরদার আয় ৯৪ লক্ষ টাকা বিস্তৃত গত বৎসর ১৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় এরূপ অধিক হইলে দেশের সর্বনাশ হইবে। তিনি এই নির্মিত্ত ব্যয় কর্তন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাহার হুজু যে ব্যয় সংকীর্ণ করিয়া বাহাতে বৎসর ৬৭ লক্ষ টাকা রাজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় তিনি তাহারই যত্ন করিবেন। তিনি বলিলেন যে তিনি আশা করিতেছেন, সুশৃঙ্খল পূর্বক রাজ্য শাসিত হইলে বরদার আয় ১২০ লক্ষ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সর্দারদিগের পক্ষীয় উকিল পোলি সাহেবের নিকট নিবেদন করিলেন যে, রাজ-গদি রক্ষার ভার সর্দারদিগের প্রতি অর্পিত হওয়া উচিত। পোলি সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন সর্দারেরা গদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন তাহাতে তাহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহারা যেন কোন মতে গদি ব্যবহার না করেন। জমাদারখানাও তিনি সর্দারদিগের প্রার্থনা মতে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। সর্দারেরা আর একটি প্রার্থনা করেন যে, স্ত্রী ও রোপ্য নির্মিত কাগান গুলি পূর্বে যেখানে ছিল সেখানে হইতে রেসিডেন্সীতে আনয়ন করা হইবে।

শুনি পূর্বে যেখানে ছিল সেখানে প্রেরিত হয় পোলি সাহেব ইহাতে অধীকৃত হন। সর্দারেরা রাজ্যের মোহর তাহাদের অধীনে রাখা করিতে চান, তাহাতেও তিনি অস্বীকার করেন। সর্দারদিগের পক্ষীয় উকিল প্রার্থনা করেন যে গাইকারকে এখন যে সমুদয় প্রহরী রাখা করিতেহে তাহাদের পরিবর্তে দেশীয় প্রহরী নিযুক্ত করা উচিত, কারণ ইহাতে তাহাকে অপমান করা হইতেছে। পোলি সাহেব বলিলেন যে, ইংলণ্ডে-শ্বরীকে যে সকল প্রহরী রাখা বৈধ করে, গাইকারকে তাহারাই রাখা বৈধ করিতেছে, সুতরাং তাহাতে তাঁহার অপমান হওয়ার কোন বিশেষ কারণ নাই। দরবার তত্ক্ষ হইলে এবং সর্দারেরা গৃহে প্রস্থান করিলেন।

বরদায় সমুদয় নিযুক্ত, সেখানে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইয়াছে। বরদাবাসীরা এখন অনুভব করিতে পারিতেছে না যে হাজার পরিণাম কি হইবে। গাইকার যে গৃহে আবদ্ধ আছেন সেখানে প্রতি দিন সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া চিত্র পুস্তালকার ন্যায় অনিমেষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারা মনে মনে আশা করে যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কারাগৃহের প্রাচীর আপনা হইতেই দিগন্ত হইয়া যায় এবং গাইকার গৃহ হইতে বহির্গত হন! সিউয়াড সাহেব প্রতি দিন গাইকারকে দেখিতে যান এবং যখনই তথায় গমন করেন, সকলে মনে মনে আশা করে যে এইবার সিউয়াড সাহেব রাজ্যকে সপ্তে করিয়া লইয়া আসিবেন, সিউয়াড সাহেব একাকী বহির্গত হন দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। সর্দারদিগের ভয় হইয়াছে পাছে গাইকারের প্রতি অবিচার হয় এবং গবর্ণমেন্ট বরদা রাজ্য আত্মসাৎ করেন। বাহারা গাইকারকে তিরস্কার করেন, বাহারা বলেন যে গাইকার তারি অত্যাচারী রাজা ছিলেন, বাঁহারা বলেন যে তাঁহার অত্যাচারে বরদাবাসীরা নিশ্চীর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা দেখুন যে বরদার প্রণীত প্রজারা অত্যাচারী গাইকারের অধীনে বরং বাস করিতে স্বীকার, তবু তাহারা ইংরাজদিগের সুশাসন প্রার্থনা করেন। সমুদয় মহারাষ্ট্রীয় জাতি গাইকারের জন্য শোক সন্তপ্ত হইয়াছে, তাহারা ব্যস্ত হইয়াছে পাছে তাঁহার প্রতি গবর্ণমেন্ট কোন অবিচার করেন এবং পাছে বরদারাজ্য ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। বরদাবাসীরা, কারাবদ্ধ গাইকারের বিবানে উল্লান করিবার জন্য রেসিডেন্সীতে উপস্থিত হয় না, তাহারা তাহাদের স্বদেশীয় রাজার জন্য চক্ষের জল নিষ্কপ করিবার জন্য প্রতি দিন তাঁহার কারাগার পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। গাইকারের বিপক্ষ ব্যক্তিদিগকে এই কয়টি বিষয় চিন্তাকরিত্তা দেখা উচিত।

পত্র প্রেরকের সৃষ্টির একটি নুতন বিষয় অবলোকন করিয়া যে রূপ কোতুক হইয়াছে এদেশের বহু বিদ্যা ও বিজ্ঞানভিমানীদের এরূপ কোতুক হইয়াছে হইলে এতদিন এ দেশীয়দিগের অনেকে অনেক বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারিতেন। তিনি যে যত্ন পূর্বক আমাদের নিকট ইক্ষুর ফুল গুলি পাঠাইয়াছেন ইহার নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক বাধিত হইলাম। বাঁশ ও ইক্ষু এক জাতীয় বৃক্ষ হইলে যখন বাঁশের ফুল হয় তখন ইক্ষুর ফুল হওয়া উচিত আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে এজাতীয় ইক্ষুর কোন কালে কেহ ফুল দেখে নাই সুতরাং এটি আশ্চর্যের বিষয় বটে। তিনি দেখিবেন ইহাতে বীজ হয় কি না। যদি বীজ জন্মে তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহার গুটি কয়েক আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইব।

সম্পাদকগণের যে কত বিপদ তাহা হইয়া সম্পাদকীয় কার্য না করিয়াছেন তাহারা তাহা অবগত হইতে পারেন না। সিউসন, সর্দারেরা, কনটেস্ট অব কোর্ট প্রভৃতি ত অনেক বড় বড় বিপদ আছে। কিন্তু এ সব বিপদে পতিত হওয়া না হওয়া সম্পাদকদিগের কতকটা আরত্বাশীল হইয়াছে তাহা কতক গুলি বিপদ আছে তাহা হইতে উদ্ধার হওয়ার কোন উপায় নাই। ইহার সর্ব প্রথম বিপদ পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচনা করা। দ্বিতীয় প্রেরিত পত্র পড়া ও তাহার মধ্যে কোন খানি ভাল ও কোন খানি মন্দ তাহার নির্বাচন করা, তৃতীয়, প্রেরিত পত্রের হস্ত লিপী পাঠ; চতুর্থ দস্তখত পাঠকর, পঞ্চম কেহ পত্র কে গাজ পাঠাইবে বলিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা কি নাম দেন নাই, ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছেন, অথচ নাম দেন নাই এবং পূর্বে কে ন ঠিকানায় কাগজ খাইত তাহা লেখেন নাই, আবার অনেক কলিকাতার কোন স্থানে বরাত চিঠি পাঠাইয়াছেন কিন্তু কাহার টাকা তাহা লেখেন নাই, এবং কেহ টাকা পাঠাইয়াছেন অথচ নাম দেন নাই। আমরা আশী-তত ইহার দুইটি বিপদে পতিত হইয়াছি। জানাজ ১৭। ১৮ই পৌষ তারিখে আমরা এক খানি পত্র প্রাপ্ত হই। ইহাতে পত্রিকার মূল্য ৮ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। পত্রের নম্বর ৯৯, প্রেরক নিজের নাম লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা এ টাকা কাহার নামে জমা দেই? তারি শব্দটে পড়ি। আমরা মূল্য প্রাপ্তিতে ৯৯ নম্বরের চিঠি বলিয়া ৮ টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি। যিনি এই পত্র খানি পাঠাইয়াছেন সত্বর তাহার নামটি পাঠাইবেন। যদি ইহার হিগাবে কোন গোল হয় তবে তাহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। আমাদের দ্বিতীয় বিপদ এই। রঙ্গপুর মাছিগঞ্জ হইতে কে আমাদের নিকট রেজিষ্টারি চিঠিতে টাকা পাঠান। সে রেজিষ্টারি চিঠি আমাদের হস্তগত নাই। তিনি সম্প্রতি এই রেজিষ্টারি চিঠির বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমাদের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। আমরা দস্তখত পাড়িতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া নামটি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

আমরা এই পত্র খানি এ স্থলে গ্রহণ করিলাম। রংপুরের অন্তর্গত কুণ্ডি সদ্য পুষ্করিণীর বাবু বানিকান্ত রায় এ খানি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদের এখানে একটি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছে। আমাদের গ্রামের উত্তর এক ক্রোশ ব্যবধান কেশবপুর নামীয় এক স্থানি ক্ষুদ্র গ্রামে কুতি ছাপর বন্দ নামক এক ব্যক্তি মুসলমানের এক খানি ইক্ষুর জমীতে প্রায় সমুদয় জমীর ইক্ষু গুলির ফুল হইয়াছে। অনেক প্রাচীন জিজেরা বলিতেছেন যে আগরা এরূপ কখন চক্ষে দেখি নাই। তবে ইক্ষু এক জাতীয় পাছে। তাহার মধ্যে এক জাতীয়, এখানে বাহাকে খেড়ি ইক্ষু বলে সেই গুলিরই সচরাচর ফুল হইয়া থাকে, কিন্তু এ গুলি সে জাতীয় নহে। ইহার কখন ফুল হইতে দেখি নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা প্রথমতঃ বিশ্বাস করি নাই। পরে আমি এবং জীযুত বাবু মধু সূদন রায় চৌধুরী মহাশয় ও জীযুত বাবু গঙ্গাধর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি কতকজন ভ্রম একত্র হইয়া সন্ধ্যায় গিয়া দেখিলাম। আসিয়াছি এবং আপনার দৃষ্টিতে জমাৎ পত্র তাহা কিছু হইল পাঠাইলাম। মহাশয় আপনাকে যখন ইহা

কৃষ্ণনগর কালেক্স সংক্রান্ত সভাতে ১৬ হাজার টাকার কিছু অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত স্থানীয় চাঁদার দ্বারা দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়া আবশ্যিক সুতরাং এখন ইহার কিছুই হয় নাই। আমাদের বিবেচনার কালেক্সের ব্যয় সম্বন্ধে যত টাকা ধরা হইয়াছে তত টাকার প্রয়োজন হইবে না। স্থানীয় চাঁদা দ্বারা যদি লক্ষ টাকা উঠে এবং গবর্ণমেন্ট যদি আর এক লক্ষ দেন তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে এক মাত্র ব্যয় সংকুলান হইবে। কিন্তু এই এক লক্ষ টাকারই ঠিকানা কৈ? কৃষ্ণনগর এবং তৎ পার্শ্ববর্তী স্থানের জমিদার গণের অবস্থা তত ভাল নহে। গত বৎসরে তাহারা আবার ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। রাজমাণী, টাকা, বহরমণ্ড প্রভৃতি অন্য কোন জেলায় এরূপ অনুষ্ঠান হইলে আমাদের কতকটা উপদ্রেক হইত। কৃষ্ণনগর লোকেরা মেরুপ উপস্থান এবং জমিদারগণের হস্তে তাহা দেখানে এক সংগৃহীত হওয়া একান্ত নাই হইবে।

Chalk mark at each half inch... The first mark at each half inch... The chalk mark at each half inch...

In the first of Pope Pielagons... The first of Pope Pielagons... The first of Pope Pielagons...

In England were to man her Navy... In England were to man her Navy... In England were to man her Navy...

And spectroscopic in examining... And spectroscopic in examining... And spectroscopic in examining...

In the Medical Press and Circular... In the Medical Press and Circular... In the Medical Press and Circular...

The following says the Railroad Gazette... The following says the Railroad Gazette... The following says the Railroad Gazette...

The Birmingham Daily Post called attention... The Birmingham Daily Post called attention... The Birmingham Daily Post called attention...

A multitude of men and women have made their eyes... A multitude of men and women have made their eyes... A multitude of men and women have made their eyes...

Perhaps the most remarkable duel ever fought took place... Perhaps the most remarkable duel ever fought took place... Perhaps the most remarkable duel ever fought took place...

departure of the... The departure of the... The departure of the...

INDIAN PUBLIC OPINION.

THE BARODA AFFAIR.

(From the Indian Mirror.)

It is not coming out at all... It is not coming out at all... It is not coming out at all...

The way in which the Gackwar has been treated by... The way in which the Gackwar has been treated by... The way in which the Gackwar has been treated by...

NANA DHOONDA PUNT.

(From the Sadharani.)

The man whom some have over to the Government was not... The man whom some have over to the Government was not... The man whom some have over to the Government was not...

THE ENGLISHMAN IN INDIA.

(From the Monitor.)

Sir George Campbell, the lion in England, on Indian affairs... Sir George Campbell, the lion in England, on Indian affairs... Sir George Campbell, the lion in England, on Indian affairs...

Let the Government... Let the Government... Let the Government... The Government's policy... The Government's policy... The Government's policy...

THE WEEK.

(From the Native Opinion.)

We hope the worst has been done... We hope the worst has been done... We hope the worst has been done... The Baroda case... The Baroda case... The Baroda case...

die the death of a felon, but the law officer disagreeing the sentence was commuted to transportation for life.

This is the account as given by the old lady, but yet admitting that she only attempted to screen her brother, the crime that Bishwanath committed was the murder of a scoundrel who brought such an outrage on the family. Englishmen cannot appreciate the feelings of a Hindoo in this respect, they say blood must have blood, but he is not considered a gentleman amongst Hindoos, but a man lost to all sense of honor and shame, who does not act as Bishwanath did under the circumstances. So in the case of Nobeen the nation unanimously sympathised with him and this is the result of aliens legislating for aliens. They act with the purest motives, but commit fatal blunders on account of their ignorance. But Bishwanath has expiated his crimes, he has worked thirty three years in the penal settlement. He has all along led an exemplary life. And why should he not? He was no murderer, the worst that can be said of him was that he killed the ravisher of his daughter. He was never found to fail in his duty during the last thirty three years. He was steady, industrious, faithful, extremely pious according to his notions, and on inquiry to the residents of Kyook Phyou we have learnt that he has won the good opinion and commanded the respect of the whole settlement. The Civil Surgeon makes excellent report of his character. But above all, he is now ninety four years old, almost blind, so feeble that he cannot move without support, and his last letter is to the effect that he is starving, that he cannot cook for himself, that if disease has failed, his soul will be compelled to leave his body through sheer hunger. His only request now is to allow him to die near the holy Ganges.

The old Lady his sister, had gone to Kyook Phyou to see and tend his brother, she stayed there for 6 months but fearing approaching dissolution she hastened home. She has no other thought, her brother is her only thought, and when she weeps and says 'why he was not hanged' it is a sight which we would not advise our readers to witness.

INDIAN PRINCES AND BARODA AFFAIRS:—We should very much like to know what the Indian Princes are. We have seen some of them in Calcutta, and verily they look like human beings, but yet our Anglo-Indian Savans are not quite sure under what class to place them. It is quite certain that they are a species of non-descript animals, at least nobody has as yet tried to describe or define them. There is no doubt that they are peculiar to India, for the existence of such undefined animals as the sovereign Princes of India has not been mentioned in any book that we know of. Lord Dalhousie attempted at a definition, and we were gradually coming to understand what they were like, but the sepoy war confounded things still more. After that war, Lord Canning came with his famous proclamation. This was no doubt another attempt at a definition, though Lord Canning disagreed fundamentally from his predecessor; but it appears this definition has not met with favor amongst our present race of Anglo-Indian savans. It is with them a matter of doubt whether native Rulers are human beings, and whether they have any right to enjoy the privileges of ordinary human beings. Amongst ordinary human beings, Ganesh the son of Haree is always the son of his father, and neither 60 thousand British bayonet, nor Mr. Fitz Stephen can deprive him of the right of calling himself the son of his father and enjoying the privileges of his position. But a native Prince is not the son of his father, so long he is not acknowledged as so by the paramount power; he cannot succeed to his father's property unless he is permitted to do so. He may not marry without the consent of others; he may not acknowledge his own son until permitted. He has millions of money but not a pice of it is his own he is an absolute monarch but the slave of the Resident or Agent at his Court. He enjoys sovereign powers but he is not a sovereign, he is a human being but cannot bequeath property to his son. He pays an army which obeys another, and keeps him in fear, and he is defended by a power from without. If the prerogatives and privileges of these native princes and their subjects were defined it would be better for all parties, but the stronger, who like nothing better than vague definitions.

The policy of the Government towards native Princes is queer and somewhat amusing. Gude was annexed on account of alleged misrule, though a slaver ally to the British never existed. Here the change was merely misrule and the people were punished for the crime of

believed against the British authority. The crime was the people's, but they were rewarded that is their independence was not taken and the native raj was restored. Then Panjab was annexed on a ground still more wonderful. The Prince was a minor and the British Government undertook the administration of the kingdom until the Prince came of age, when it was agreed that the kingdom should be restored to him. But within the short period of 3 years British officers succeeded in exciting the people to rebellion. There were several bloody wars and Panjab was annexed. Now what was the fault of the minor prince to whom the British Government agreed to make over his kingdom when he came of age? Here the prince was punished for the crimes of his men temporarily placed under the British by a solemn treaty. Whether the policy is condemnable or not is not consistent. The policy to take the property of a protected people because their sovereign is a bad man is wonderful no doubt, but the most wonderful is to punish such people when their sovereign fails to beget a natural heir! At one time innocent people were punished for the crimes of their ruler, at another time guilty men were rewarded for the loyalty of their sovereign, and still at another time a loyal sovereign was punished for the crime of his men, and to crown it innocent men and their innocent sovereigns were punished for the inability of the latter to beget a male child.

Now we shall not allude to the various suggestions of our Anglo-Indian contemporaries to punish the Baroda Prince, some of whom proposed his transportation for life to a penal settlement. The Government we fancy has all along gone beyond its legitimate limits in dealing with the Gwickwar. Colonel Phayre was poisoned, or he fancied himself poisoned in another territory and what he did was to investigate his own case. He began to take down depositions, issue warrants and so forth as if he was the Chief Magistrate at Baroda. He was removed and Mr. Souter with his myrmidons sent there to take up the case. What right the Government had to send its own detectives into another's territory we do not know. Here no doubt the principle, that might is right, was applied. The Prince might have reasonably objected to such high-handed proceedings, but loyal and obedient as he was, he preferred to submit to the mandates of Lord Northbrook in whom he has so much confidence. Now what Mr. Souter did there we have no knowledge, but so far we know, that he went there and overcame all difficulties like Caesar within the short space of a week or so. Mr. Souter, for aught we know of him, may be the honestest police officer in India, but speaking of Indian police generally we have no confidence whatever in them. Whenever they are sent to trace a crime, they invariably discover its track but whether the case stands before the court or not matters not to them. If it stands they get immense credit, if it fails, they are not held responsible for the untold sufferings they bring upon the alleged criminals. They are generally in the habit of coercing people to confess crimes they never committed, and there are many cases on record where our police officers have been found guilty of beating innocent persons to death. We do not wonder that Mr. Souter took any offensive method of getting up a case against the Gwickwar but as we said, the police of this Empire do not at all inspire confidence. Mr. Souter is directly interested in finding out the culprit, he was selected as the ablest officer in Bombay to trace out the criminal and failure in such a case would be a rude shock to his brilliant reputation. But more than that what a reward awaited him if he could trace the crime to the sovereign himself! We cannot therefore place the least confidence in the evidence adduced against Gwickwar. It must be thoroughly tested before we can accept it as conclusive. Again Colonel Pelly is also an interested man, Gwickwar's deposition is Colonel Pelly's deposition. Previously the Colonel was only a Resident at the Court of the Sovereign; the sovereign deposed, he will sit in his place. The whole kingdom now obeys him as its absolute master, and none may be found who may dare to befriend the Gwickwar. Colonel Pelly may be a high-minded man, he is probably above the temptation of ruling a kingdom, but it is not fair to the imprisoned prince to place all powers in the hands of an interested man who can, if he is so disposed, make it impossible for the Gwickwar to save himself. Colonel Pelly has no doubt unconsciously made it almost impossible. The prestige of the Prince is gone and possibly no body will dare to speak in his favor. The belief obtains that

...the following... we do not see that Colonel... to the Gwickwar conducted in any way... bring about the unpleasant position in which... now finds himself." We however observe... our contemporary had made a quite different... ment only the day previous. It ran thus... The feeling at Baroda doubtless was that there... is no chance of the Darbar coming through... a period of trial imposed by the Government... India, unless Colonel Phayre were removed... d strenuous attempts to get him removed by... or at least by other than violent means... already been made without success." Truth... ooze out in spite of strenuous attempts to... eal it. The simple facts are these. An in... ate enemy was going to dispoil the prince... airly of his throne; the prince tried all... means in his power to extricate himself from... ditches, and all his means having failed... to kill his enemy and... e impartial world will... Gwickwar's crime was... e whether or no... sable. Our contemporary rates the Spectator... dly for calling Scindia and Holkar sovereign... . But do they not enjoy sovereign... s and were they not at one time powerful... ndent kings? These needless and mean... ions only betray intense malice.

...is said that poets can squeeze out, what in... rit it is called poetical justice, out of the... t of subjects, but as we are not blessed... the gift of poesy, we may perhaps fail to... y to our readers a faithful account of the... ving heart-rending story. We relate it... for the ears of our Gracious Viceroy whose... sense of justice tempered with mercy has... been questioned, than for our readers... e his good Lordship will not deny mercy... e poor pitiful creature for whose case we... , for the short-comings of the advocate... of our readers must have read Scott's... rt of Midlothian' where it is described... a woman traveled on foot from Edinburgh... ndon to sue for her sister's pardon and... ed it. In that case the woman herself... the cause of her sister's condemnation... is case a Bramin lady is making strenuous... s to release her brother who is in prison... an old lady of seventy, highly connected... , distantly related to the Ghosal Rajas of... ghish, Babu Annada Proshad of the High... and others. For her age and position... strange, but yet bent beneath the weight... e age and misfortunes, it is a heart-rending... to see her trotting from door to door praying... e release of her brother, as if any body... g Lord Northbrook had the power to do so... s she has come several times and she has... the following account which our readers... take at its worth, for we have no means... command to verify her statements.

...was about fifty years ago Bishwanath Roy... Debnath Roy, cousins, residents somewhere... Baraset, the name of the village we forget... anath by profession was a Kabiraj and was... y respected, but Debnath was a curse to... ntry, for in those days of anarchy, the... get always tyrannized over the weak. Deb... was a dacoit and he had a chosen band of... ers, who were a terror to the villages... . At last Debnath was arrested while... iting dacoity at the house of Gopal... ndee at Gouerpore near DumDum, and... sent to prison. On being released after two... s he again betook to his old course and... the villages combined and under the... nce of Bishwanath represented the... er in the district. They said that... ong Debnath was kept at large they... d not safely pursue their respective avoca... . The Magistrate at this placed Debnath... in custody and this time he was not re... d for two or three years. On his release the... ving his life, he took vengeance upon... with whose house was surrounded by him... . But the villagers came to his rescue... Debnath was killed. Early in the morning... Nath gave notice to the Police; the daroga... and wanted 100 Rupees from Bishwanath... Bishwanath, who was a man of spirit... ed at the daroga and told him that he ex... ed at the Government and he was... . The daroga... ed threats. So the daroga... and was obliged to Debnath's... . Debnath had... con... daughter and Deb-

গাইকারের বিচার প্রথম দশক ইংলিস্ গবর্ণ-
মেন্টের আশ্রয় বোধ করেছেন। তাঁহার বিচার-
বিভাগের প্রধান জজ সাহেবের আশ্রয় বোধ করেছেন।
গাইকারের কন্যা কতকগুলি মণিযুক্ত সাক্ষিগণের প্রেরণ
করিতে ছিলেন। পোলি সাহেব তাহা পর্যন্ত হস্তগত
করিয়াছেন। এই কার্যের দক্ষ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর
লোক কিছু বিশেষ বিরক্ত হইয়াছে।

—কাবুলের আমীর সেন্নার আলি হিরাটে যে সৈন্য
প্রেরণ করিতে ছিলেন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে,
তাহাদের বিস্তর বেতন বাকি পড়িয়া যায় এবং এই নিমিত্ত
তাহারা আমীরের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হয়। আ-
মীর ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে চাণ্ডা
করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদিগকে ইছাই বলিয়া শাস্ত করি-
বার চেষ্টা করেন যে, তিনি ঈশ্বর প্রেরিত এবং তাহাদের
কর্তব্য যে তাহার জন্যে তাহারা যুদ্ধ করে। কিন্তু আমীর-
ের কথা অপেক্ষা টাকা প্রদান করিলে তাহারা অধিক
মন্তব্য প্রকাশ করে।

—গাইকারের বিচারের নিমিত্ত যে কমিশন বসিবে,
তাঁহাকে সম্ভবতঃ নিম্ন-লিখিত ব্যক্তি সমূহ নিযুক্ত হই-
বেন। কলিকতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ
সাহেব, বোম্বাই হাইকোর্টের জজ রেমণ্ড ওয়েফট সাহেব,
মহাশয়ের প্রধান কমিশনার নিউ সাহেব এবং সার দিন
কর সাহেব। গাইকার এক জন স্বাধীন হিন্দু রাজা। তাহার
বিচারের ভার করবে জন অপেক্ষাকৃত হীন পদবীস্থ
ইংরেজের হস্তে আপত্ত হইল, ইহাতে অনেক হিন্দুর ক্ষয়
ব্যথা হইবে। সার দিন কর সাহেব এ দেশীয় বটেন, কিন্তু
স্বাভাবিক সম্মত নহেন এবং গাইকারের নিকট তিনি অতি
সম্মান ব্যক্তি। তিনি বরদার প্রধান মন্ত্রিত্ব পদের নিমিত্ত
আবেদন করেন এবং গাইকার তাহার আবেদন অগ্রাহ
করেন। সার দিন কর সাহেব সেই অবধি গাইকারের উপর
বিরুদ্ধ চর্চা। সুতরাং তাহা কর্তৃক যে গাইকারের প্রতি
অসন্তোষ হইবে ইহাতে অনেকের সন্দেহ হয়।

—সুতরাং রাজা হরিশ চন্দ্রের সার রিচার্ড টেম্পল
এক জন মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশে
চট্টগ্রাম নামক এক জাতি আছে। রাজা হরিশ চন্দ্র
ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন।

—সুতরাং এক জন চিত্রকর আছেন। ইহার হস্ত
কর্ম কলিকতা পদের অঙ্গুলি দ্বারা তুলি ধরিয়া তিনি
এক রূপ অপর চিত্র করিতে পারেন যে তাহা দেখিলে
বিশ্বাস হইতে হয়। সম্প্রতি কেনসিংটন মিউসি-
য়ামের নিমিত্ত তিনি কয়েকটি চিত্রপট প্রস্তুত করিতে
ছেন।

—সুতরাং গাইকারের হৃতিক ক্রমশঃ ভীষণ মূর্তি
প্রাপ্ত হইতেছে। মীতের যত প্রাচুর্য হইতেছে তত
ইহার ভীষণতা প্রসারিত হইতেছে।

—সুতরাং কাল বোর্ডেটরাই সেন্নার রাজাদিগের
পরিষদে বসিবে। আমেরা আশ্রয়িত হইলাম
যে মিশনারের রেসিডেন্ট স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। ইহাকে
উচ্চ পদের প্রধান ব্যক্তিগণ একটা ক্ষমত অধিনন্দন-
করিয়াছেন।

—সুতরাং টাইমের সম্পাদক ডিলেন সাহেব কার্য
করিত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোর্টনে
সম্পাদককে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কোর্টনে
সম্পাদক ইউনিভারসিটির পলিটিকাল ইকোনমির
বিভাগের পদে নিযুক্ত আছেন।

—সুতরাং বৎসর বয়স্ক অনেক ইংরেজ মহিলা
বিবাহের প্রেমে আবদ্ধ হন। এমন কি বিবাহের
ব্যয় ব্যয় হয়। কিন্তু মহিলার পুত্র (তাহার বয়স্ক
পুত্র) ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং অনেক
বিবাহের বিবাহটি ভাঙিয়া দেয়। প্রেম বিফল
হইতে এত দূর মনোবেদন পাইয়াছেন যে তিনি
বিবাহের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার উদ্যোগে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

—সুতরাং মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে
কেন্দ্রীয় মন্ত্র পত্র প্রকাশ করিতে

বাঙ্গলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট।

এক দেশ ছাড়াই গিয়াছে। এখানে এমন লোক নাই বাহাকে প্রকৃত সুস্থ বলা যাইতে পারে। দেড় শত বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে পীড়না আমরা তাহা বলিতেছি না, তবে আমাদের পুরুষেরা যে জীবনের অধিকাংশ কাল স্বাস্থ্যের রিমের সুখ সম্ভোগ করিতেন তাহার আর ভুল। আমাদের জীবন ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসি-
 তে, আবার এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে প্রকৃত সুস্থ অতি অল্প দিনই আমাদের অদৃষ্টে সটয়া-
 য়। কেন আমাদের এরূপ দুর্দশা হইল তাহা ব-
 রূপে বলিতে পারি না। তবে অনুধাবন করিয়া
 কেন একটি বিষয় সকলের চক্ষে পড়িবে। যে
 ঐ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে
 অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিতে আ-
 য় হইয়াছে। মুসলমানেরা আমাদের কাছে ছয় শত
 সব পর্যন্ত অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছিল,
 তথাহারা যে সভ্যতা আনয়ন করে তাহা আসিয়া
 গ জাত, সুতরাং আমাদের চির প্রচলিত রীতি
 প্রভেদ ছিল। মুসলমান-
 রাজ নৈতিক স্বত্ব গুলি
 ধান চাকুরি গুলি আমা-
 নিক রূপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে
 পরস্পরে লড়াই করিবার
 মল্ল ক্রীড়ার প্রথা প্রচলিত
 র মনের ক্ষুধা জন্মাইত,
 হইত, সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার
 পালন করিয়া আমরা পীড়া
 ম। ইউরোপীয় সভ্য-
 আমাদের আর
 ছে। এ দিকে রাজ
 শক্তি করিবার ঘো
 ক বিকীর্ণ হইয়া দেশে
 ক্ষতি করিয়া দিয়াছে।
 র্বে ছিল না, এবং ইহার
 রিক সুস্থতার বিলক্ষণ
 সর্বদা সন্মত। এখন
 বিংশতি বৎসর পর্যন্ত
 হইবে। পূর্বে আমরা
 তই অতিবাহিত করি-
 মারি ক্যাফটারওয়াইল, কুই-
 রয়া থাকি, পূর্বে আমরা
 হইতে মুক্ত হইতাম।
 গির লোকদের মধ্যেও
 মদ কাহাকে বলে তাহা
 জানিত কি না সন্দেহ।
 স্তত হইয়া জল নিগমের
 হইয়াছে, ইহাতে যে এ
 উঠিয়াছে, তাহা বলা যায়
 র অধিকাংশ লোকে
 চ বৎসর অন্তর শস্য
 বৎসর অন্তর মহাস্তর
 ক দেশ নির্ধন হইয়া
 তা নিমিত্ত লোকে
 র ভবের ভারতর্য বৃদ্ধিতে পারে
 পীড়াগ্রহ হইয়া পড়ে। ফল আমরা
 শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই হউক, কি
 পাশ্চাত্য সভ্যতার গালোক আমাদের মধ্যে
 প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা পাকিস্তান
 আমাদের এ দেশের কোন অস্তিত্ত পরিবর্তন হইয়াছে
 লিয়াই হউক, আমাদের শরীর যে প্রবেশের ভয় হইয়া
 ব

গিয়াছে তাহাতে আর কাহারো দ্বিমত নাই। বাঙ্গালী
 শব্দে এক্ষণ প্লাহা, বরত গৃহিণী, অস্থল ও শিরোরোগ
 বিশিষ্ট একটি জীব বুঝায়। আমাদের দেশে যে এক-
 কটি প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল তাহা এক্ষণ সংক্রামক
 জ্বরের আবাস ভূমি হইয়া রহিয়াছে। বর্ধমান বাঙ্গ-
 লার দারজিলিং ছিল। বর্দ্ধমানে পাদ বিক্ষিপ্ত করি-
 বামাত্র লোকের পীড়া দূরীভূত হইত। কিন্তু সেই
 বর্দ্ধমানের এখন কি দুর্দশা হইয়াছে! কক্সনগর ও
 হুগলিও প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, কিন্তু এখন-
 কার শোচনীয় অবস্থা কাহার অবদিত নাই। বীর-
 ভূম এ যাবৎ ভাল ছিল, কিন্তু সেখানেও সংক্রামক
 জ্বর প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলার যে জেলায় গমন
 করিবে সেখানেই দেখিতে পাইবে যে তাবতেরই কণু
 শরীর। আমাদের মধ্যে যিনি অর্দ্ধ সের চাউলের
 ভাত খাইতে পারিলেন তিনি ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ,
 কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে পাঁচ সেরের কমে কাহার উদর
 পূর্তি হয় না। আমাদের পূর্বে পুরুষেরা ইংরেজদের
 তুল্য আহার করিতে পারিতেন কিন্তু আমাদের পেটে
 যৎকিঞ্চিৎ সের চাউলের ভাত ভিন্ন আর কিছু সহে
 না। আমাদের দেশে বরূপ বেগে অস্বাস্থ্যকর হইতে
 আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সত্তর ইঞ্চা নিবারণের কোন
 উপায় ও বলবিত্তি না হইলে বাঙ্গালি জাতি নিশ্চিত
 নির্মূল হইয়া যাইবে। ১৮৭৩ সালের বঙ্গ দেশীয়
 স্বাস্থ্য রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা
 পাঠে আমরা যে ভয়ঙ্কর কল দৃষ্টি করিলাম তাহাতে
 আমাদের আশংকা আরো বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বে
 এক এক জেলা ধরয়া মৃত্যু সংখ্যা নির্ণীত
 হইত, ১৮৭৩ অব্দে ভারতবর্ষীর গবর্নমেন্টের অনুমতি
 অনুসারে কতক গুলি নগর ও পল্লী বিভাগ মৃত্যু
 সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়। প্রত্যেক হাজার লোকের মধ্যে
 কোন কোন স্থানে বৎ মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে তাহারা
 তালিকা আমরা নিম্নে প্রকটন করিতেছি।

নগর।

বর্দ্ধমান	৫৪.৫৭	মুরশিদাবাদ	৪৯.১৫
লোহারডগা	৩৯.৪১	২৪ পরগণা	৩৭.১৯
সাঁওতাল পং	৩৫.৭৮	পাটনা	৩৫.২৬
		মানভূম	৩৪.১২
গয়া	৩৪.৩৩	পূর্ণিয়ারা	৩৫.১১
দিনাজপুর	৩৩.৬৬	পুরী	৩২.৩৪
দারজিলিঙ	৩১.৫৬	হাজারিবাগ	৩০.৪৮
মালদহ	৩০.৩২	সারণ	৩০.২৮
শাহাবাদ	৩০.২৬	হাবড়া	২৯.৮৭
মুন্সের	২৯.৩৮	নওয়াখালী	২৮.৭১
পাবনা	২৮.৫৪	রাজসাহী	২৮.৫৩
চট্টগ্রাম	২৭.৭৯	ময়মানসিংহ	২৭.৪৩

পল্লী বিভাগ।

সারণ	৬৩.৩৬	ময়মানসিংহ	৫২.৯৬
চম্পারণ	৫১.৭১	ত্রিভূত	৪৮.৯২
রাজসাহী	৩৯.৯০	বীরভূম	৩৯.৫৬
দিনাজপুর	৩৮.৪৫	নওয়াখালী	৩৬.৪৭
মালদহ	৩৫.৯৭	শাহাবাদ	৩৪.৯২
লোহারডগা	৩৪.২৬	পাটনা	৩৪.০৫
		বগুড়া	৩১.৭৪
মেদিনীপুর	৩১.২৩	মুন্সের	২৮.১৯
যশোর	২৭.৫১	ত্রিপুরা	২৬.৫৮
পূর্ণিয়ারা	২৬.৪৮	২৪ পরগণা	২৬.২৪
ভাগলপুর	২৫.৪৮	ফরিদপুর	২৫.১৫

উপরি উক্ত তালিকা পাঠ করিলে কাহার না
 হৃৎকম্প হইবে? বর্দ্ধমান নগরে হাজার করা প্রায়
 ৫৫ জন লোক মরিয়াছে এবং সারণ পল্লী বিভাগে
 হাজার করা ৬৩ জন মৃত্যু ঘটিয়াছে।
 নগর সকলের মধ্যে সকল অপেক্ষা ময়মানসিংহে
 মৃত্যু সংখ্যা কম এবং পল্লী বিভাগের মধ্যে সকল

অপেক্ষা ফরিদপুরে মৃত্যু সংখ্যা অল্প। আর
 আশ্চর্য্য বিষয় দৃষ্ট হইবে। পূর্বে যে স্বাস্থ্যকর
 স্থান প্রসিদ্ধ ছিল এখন তাহা
 এক শেষ হইয়াছে এবং কদর্য্য স্থল গুলি অপে-
 তাল হইয়াছে। বর্দ্ধমানে মৃত্যু সংখ্যা সর্ব-
 বেশী, অথচ যশোর, ফরিদপুর, দিনাজপুর এ
 চির প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান গুলিতে মৃত্যু
 অপেক্ষাকৃত কম। ফল উপরে যে তালিকা
 গেল উহা পরিমিত করেক স্থানের ফল মাত্র
 বাঙ্গলার প্রতি পল্লিগ্রামের মৃত্যু সংখ্যার ত
 গৃহীত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বর্দ্ধমানে
 ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছে। বিশ
 পূর্বে যে গ্রাম জনাকীর্ণ ছিল, দুই প্রহর
 সময়েও সেখানে লোকের কোলাহল শুনা
 এক্ষণ দিবাতেও সেখানে সব নিস্তন্ধ। ই
 গবর্নমেন্ট আমাদের নানাবিধ উন্নতির নিমিত্ত
 রহিয়াছেন, তাহার আমরা আমাদের উচ্চ শিক্ষা
 করিয়াছেন, আমাদের দেশে শান্তি
 করিয়াছেন, তাহার কল্যাণে ব্যস্ত মেঘ এক
 জল পান করে, তাহার আমাদের নিমিত্ত রেল
 টেলিগ্রাফ, রাস্তা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন,
 সকলের নিমিত্ত তাহাদিগকে শতং ধন্যবাদ, বি
 সর্বাঙ্গে আমাদের জীবন বাহাতে রক্ষা হয় তা
 দের তাহা করা কর্তব্য। আমরা যদি মরিয়া পেল
 কি জীবমৃত্যু হইয়া থাকিলে, তবে আমরা
 উচ্চ শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি এবং রেশ
 টেলিগ্রাফেরই বা প্রয়োজন কি? বর্দ্ধমান শত
 বাঙ্গালীদের মধ্যে যিনি ৬০ বৎসর কাটাঁইয়া গে
 তিনি দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিগণিত। ইহা
 বংশাবলীর ৪০৫০ বৎসরে মানব শীলা ব
 করিবেন এবং এই রূপে আর দুই শত বৎসর
 না হইতে বাঙ্গালী জাতি নির্মূল হইবে। ইউরো
 পীয়দের অধীনে যে সকল জাতি আসিয়াছে তাহ
 প্রায় সব গুলিই জগত হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে
 কেবল আমরাই এত দিন টিকিয়া আছি। কিন্তু
 যে রূপে গতিক তাহাতে আমাদেরও আর নিস্তার
 দেখিতেছ না।

গাইকোয়াড়।

পেলি সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে বরদার রাজ
 মনে উপবেশ্য করিয়াছেন। তিনি উক্ত রাজ্যে ন ম
 মাত্র দেশীয় শাসন প্রণালী রাখিয়া তাহার ইচ্ছা মত
 বিবিধ প্রকার পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতেছেন। পুরা-
 তন অনেক কর্মচারীকে অবমৃত্ত করা হইয়াছে এবং
 পেলি সাহেব বাঁছিয়া যে সকল লোক তাহার
 পেষাকতা করিবে তাহাদিগকে প্রধানত কার্যে নিযুক্ত
 করিতেছেন। গাইকোয়াড়ের সেবাগতি এক জন প্রা-
 ধান কর্মচারী ছিলেন, তিনি বরদার শাসন কর্তার
 শ্যালক সুতরাং তাহার স্বপক্ষ লোক। পেলি সাহেব
 তাঁক ইহাই বলিয়া কর্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন
 যে তিনি গাইকোয়াড়ের টাকা চুরি করিবার চেষ্টা ক-
 রেন। এদিকে গাইকোয়াড়ের ধনাগার অপহৃত হইতে
 আরম্ভ হইয়াছে। সুযোগ মতে সবলেই কিছু ২ সর্গ-
 ইতেছে। পেলি সাহেব গাইকোয়াড়ের ধনাগার রক্ষা
 করিবার অনেক বন্দ করিতেছেন এবং আজ অমুকের
 নিবট এত লক্ষ টাকা কাল অমুকের নিবট এত লক্ষ
 টাকা পাওয়া গিয়াছে ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়া বিলক্ষণ
 বাহাদুরী লইতেছেন। অবশ্য পেলি সাহেব অত্যন্ত
 মতকের সাহিত কার্য করিতেছেন, কিন্তু তিনি বরূপ
 বাহার তাহার নিবট হইতে গাইকোয়াড়ের টাকা
 লুপ্ত করা করিতেছেন তাহাতে যে অনেক নিস্তার